মার্কিন বার্তা

AMERICAN CENTER 38-A, Jawaharlal Nehru Road, Calcutta 700 071
Tel: 2288-1200 (7 Lines) Fax: 033-2288-1616/9460 E-mail: pacal@state.gov

Public Affairs Office of the U.S. Consulate General Calcutta

মানুষ পাচার

ডেভিড সি মালফোর্ড
(ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত)

মানুষ পাচার নিয়ে মার্কিন বিদেশ দপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন বিদেশ সচিব কলিন পাওয়েল। ভারতে অল্পদিন হল আসা মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসাবে আমার কর্মোদ্যমের অধিকাংশই আমি এখন ব্যয় করছি ভারত ও আমেরিকার মধ্যে রূপান্তরিত উন্নততর সম্পর্কের প্রক্রিয়াকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে। আজ আমি অবশ্য নির্দিষ্ট ভাবে শিশু ও নারী পাচার সহ সার্বিক অর্থে মানুষ পাচারের ঘোরতর সমস্যার প্রতিই আলোকপাত করতে চাই। এটি এমন এক সমস্যা যার সমাধান করতে আমাদের উভয় দেশই জোরদার চেষ্টা চালাচ্ছে।

মানুষ পাচার একটি অত্যন্ত গর্হিত আন্তর্জাতিক অপরাধ। মানুষকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজেদের দেশের মধ্যে বা বিশ্বের এক দেশ থেকে অন্য দেশে তাদের পাচার করা হয় যৌন লালসা চরিতার্থ করতে, বাড়িতে দাসবৃত্তি করতে অথবা কলকারখানা বা চাষবাসের কাজে শ্রমিক শোষণের প্রয়োজনে কিংবা অবৈধ ভাবে শিশুদের দত্তক বা জোর করে ভিক্ষার কাজে নিয়োগের উদ্দেশ্য হাসিল করতে। এক কথায় বলতে গেলে মানুষ পাচার হল একালের ক্রীতদাস প্রথা। মার্কিন বিদেশ সচিব এটিকেই যথার্থ বর্ণনা করেছেন, "মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্যতম কাজ" আখ্যা দিয়ে।

জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা জনগোষ্ঠী-নির্বিশেষে সকল মানুষই এই ঘৃণ্য সমস্যার শিকার হতে পারে। মানুষ পাচারের ঘটনা অভিশপ্ত সেই সব ব্যক্তির ন্যূনতম মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা তো হরণ করেই, তাছাড়াও এ থেকে সৃষ্টি হয় জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি এবং উস্কানি পায় সংগঠিত অপরাধ। মানুষ পাচারের অপরাধ সবচেয়ে ক্ষতি করে নারী ও শিশুর, কারণ তারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং আত্মরক্ষায় অপারগ। আন্তর্জাতিক সীমান্ত যত উন্মুক্ত হচ্ছে, পর্যটনের পথ যত প্রসারিত হচ্ছে, সফরের বহর যত দ্রুততর হচ্ছে এবং কম্পিউটার ও যোগাযোগের প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষের যাতায়াত যেমন সহজ হয়েছে তেমনই আন্তর্জাতিক স্তরে মানুষ পাচারও চলছে দ্রুতগতিতে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনের হিসাব হল, যৌন শোষণ ও বেগার শ্রমের জন্য প্রতি বছর বিশ্ব জুড়ে অন্তত ১০ লক্ষ মানুষ বেচা-কেনা হয়, তাদের পাচার করা হয় বা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটকে রাখা হয়।

মার্কিন শ্রম দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী বছরে অন্তত ১৪,৫০০ থেকে ১৭,৫০০ নারী ও শিশুকে আমেরিকায় পাচার করা হয়। মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তর সিআইএ গত ২০০০ সালের এপ্রিলে এক সমীক্ষা চালিয়ে আমেরিকার অন্তত ২০টি প্রদেশে মানুষ পাচারের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে। এর মধ্যে নিউ ইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া ও ফ্লোরিডায় এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে সবচেয়ে বেশি। মানুষ পাচার যে এক ঘোরতর সমস্যা তা উপলব্ধি করেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা আরও জোরদার ভাবে প্রতিরোধ করতে "ট্রাফিকিং ভিক্টিমস প্রোটেকশন অ্যাক্ট" নামে নতুন একটি আইন চালু করেছে। এই আইনে সুস্পষ্ট ভাবে ও সবিস্তারে মানুষ পাচারের সংজ্ঞা নির্দেশ করা ছাড়াও পাচারকারীদের জন্য রয়েছে দীর্ঘ কারাদণ্ড ও বিরাট জরিমানার সংস্থান। এছাড়াও এই আইনের ভিত্তিতে পাচারের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাময়িক ভাবে থাকার নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, সেই সব অভিশপ্ত মানুষ যাতে আবার সমাজের মূল স্রোতে মিলিত হতে পারে সে ব্যাপারেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওই আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে। মানুষ পাচারের বিশ্বব্যাপী জালবিন্যাস সম্পর্কে বিশদ তথ্য এবং সম্প্রতি প্রকাশিত ও মার্কিন কংগ্রেস অনুমোদিত এই সংক্রান্ত বার্ষিক রিপোর্টটিও রয়েছে মার্কিন বিদেশ দপ্তরের ওয়েবসাইটে (**www.state.gov/g/tip**)।

মানুষ পাচারের সমস্যা নিহিত রয়েছে সমাজে দারিদ্র্য, অসাম্য, লিঙ্গ বৈষম্য, সংগঠিত অপরাধ, যৌন পর্যটনের প্রসার, সশস্ত্র হাঙ্গামা এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানুষের তৈরি বিপর্যয়ের মধ্যে। পাচারকারীরা প্রধানতঃ তাদের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে চিহ্নিত করে দরিদ্র পরিবার এবং তাদের সন্তানদের। নানা রকম লোভ দেখিয়ে, মিথ্যা বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অথবা বড় শহরে ভুয়ো চাকরির টোপ দিয়ে গরিব মানুষদের ফাঁদে ফেলে পাচারকারীরা। আমি শুনেছি, ভারতে এরকম ভাবেই মানুষ পাচারের ঘটনা ঘটে থাকে।

পাচারকারীদের খপ্পরে পড়লে এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের শঙ্কাও অনেক বেড়ে যায়। যারা বিপাকে পড়া ওইসব হতভাগ্য নারী ও শিশুর ওপর যৌন নিপীড়ন চালায় তাদের নিজেদের তো বটেই তাদের পরিবারেরও এইচআইভি/এইডস রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বিপজ্জনক ভাবে বেড়ে যায়। এইচআইভি/এইডস এবং মানুষ পাচারের ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে বলে উভয়ের বিরুদ্ধেই চাই জোটবদ্ধ মোকাবিলা। এক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য জরুরী হল উপযুক্ত শিক্ষা, সচেতনতা, কনডোম ব্যবহারের মাধ্যমে সাবধানতা এবং আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্যে এইচআইভি/এইডস রোগীদের জীবনী-শক্তি দীর্ঘায়িত করার প্রয়াস। একই সঙ্গে আমাদের সকলের পক্ষে সমান গুরুত্বপূর্ণ হল, এইচআইভি/এইডসের সঙ্গে জড়িত মানসিক কলঙ্ক ও কুসংস্কার আরোপের সামাজিক প্রবণতাকে আর বরদাস্ত না করা।

আশার কথা হল, মানুষ পাচারের সমস্যার মোকাবিলায় আমাদের সরকার বেশ কিছু ব্যবস্থা নিতে পারে। পাচারকারীদের খপ্পর থেকে উদ্ধার করা মানুষদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা জোগাতে এবং সমাজের প্রতি তাদের আস্থা ফিরিয়ে দিতে প্রথমেই দরকার যথাযথ আশ্রয়স্থল গড়ে তোলা। সেক্ষেত্রে অপরাধীরা হতভাগ্য ব্যক্তিদের নতুন করে পাচার করতে পারবে না এবং আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের

বাধা দিতে বা ভয় দেখাতে পারবে না। আমাদের দেশগুলিতে পাচারকারীদের হুমকি সম্পর্কে পুলিসকে যথাযথ ভাবে ওয়াকিবহাল করতে হবে। এই সমস্যার তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও কারিগরি সহায়তা পুলিসকে দিতে হবে যাতে তারা পাচারকারীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারে এবং আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কার্যকরি আন্তঃরাজ্য সমন্বয় গড়ে তুলতে পারে।

আমাদের দরকার মানুষ পাচারের বিরুদ্ধে একটি সামগ্রিক আইন প্রণয়ন করা। এই আইনের মাধ্যমে অন্তত এইটুকু নিশ্চিত করা উচিত যে পাচারকারীদের কবল থেকে উদ্ধার হওয়া মানুষদের যেন গ্রেপ্তার হতে না হয় এবং মামলা-মোকদ্দমায় জড়াতে না হয়। উদ্ধার করা মানুষদের সুরক্ষা দিতে হবে, পাচারকারীদের বিরুদ্ধে বিচার দ্রুত সম্পন্ন করে তাদের অবশ্যই সাজা দিতে হবে। পতিতালয়ের মালিক, খদ্দের ও পাচারকারী -- সকলের ওপরেই নজর রাখতে হবে। অভিশপ্ত মানুষদের সুবিচার সুনিশ্চিত করতেই শুধু পাচারকারীদের গ্রেপ্তার করা গুরুত্বপূর্ণ নয়, তা দরকার ভবিষ্যৎ অপরাধীদেরও সাবধান করতে। আইন প্রয়োগকারী বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সময়মতো সঠিক তথ্যের বিনিময় এক্ষেত্রে বিশেষ ফলপ্রসূ হতে পারে।

পরিশেষে, আমাদের দুই দেশের সরকারই মানুষ পাচারের বিপদ সম্পর্কে ব্যাপক ভাবে প্রচার চালাতে পারে। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে জনস্বার্থ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন এ ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে। এ ব্যাপারে সরকারি পরিচালনাধীন রেডিও-টিভি বিনামূল্যে সময় বরাদ্দ করতে পারে এবং বেসরকারি সংবাদ মাধ্যম মানুষ পাচার প্রতিরোধ সংক্রান্ত তথ্য বিনামূল্যে প্রকাশ করতে পারে। সরকারেরও সহায়তা পাওয়ার দরকার রয়েছে। সভ্য সমাজ, পেশাদার গোষ্ঠী ও নানা শিল্প সংস্থা সরকারি কাজে সহযোগিতার হাত বাড়াতে পারে। মানুষ পাচারের অপরাধ রুখতে পারস্পরিক অংশীদারিত্ব ও অগ্রগতির বহর সুচারু ভাবে তদারকির জন্য জাতীয় স্তরে কোনও শীর্ষ সংস্থাও গঠন করা দরকার।

মানুষ পাচারের সমস্যা যেন এক গোলকধাঁধার মতো। মানুষ পাচার আমাদের উভয় দেশের সামাজিক চালচিত্রের ভিত্তিকেই বিপন্ন করে তোলে। মানুষ পাচারের জঘন্য অপরাধের অবসান ঘটাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত এক অভিন্ন স্বার্থ নিয়ে এগোতে চায়। আমরা, অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার, সেই দায়বদ্ধতার রূপায়ণে ভারত সরকারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

****

দ্রষ্টব্য: এই নিবন্ধের সম্পূর্ণ ইংরেজি ভাষ্য আমেরিকান সেন্টারে পাওয়া যাবে। আপনি যদি মূল ইংরেজি বয়ানটি পেতে চান তাহলে আমেরিকান সেন্টারের প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ২২৮৮ ১২০০-০৬, ফ্যাক্স: ২২৮৮ ১৬১৬; ই-মেল: pascal@state.gov) যোগাযোগ করতে পারেন।